প্রথম আলো

তারিখ ... 28 JUL 200...
পৃষ্ঠা ...

শিক্ষা-প্রশাসন ■ ছিদ্দিকুর রহমান

উচ্চশিক্ষার ভর্তি সমস্যা ও সমাধান

উচ্চশিক্ষার সমস্যা বহুবিধ। প্রকট সমস্যাগুলোর অন্যতম হচ্ছে ভর্তি-সমস্যা। এ সমস্যার প্রধান ভুক্তভোগী হচ্ছে ভর্তিপ্রার্থী শিক্ষার্থীরা এবং তাদের অভিভাবকেরা। সমস্যা যে কত জটিল এবং যন্ত্রণাদায়ক, তা ভুক্তভোগীরাই সবচেয়ে ভালো বোঝেন।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে বেশি নয়। তার পরও উচ্চশিক্ষায় ভর্তি-ইচ্ছুক প্রার্থীর তুলনায় উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আসনসংখ্যা খুবই অপ্রতুল। ফলে প্রতিবছরই সংঘটিত হয় ভর্তিযুদ্ধ। মানসিকভাবে এ যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয় এসএসসি পাসের পর থেকে এবং সক্রিয়ভাবে এইচএসসি পরীক্ষার আগে থেকে। আর্থিক সামর্থ্যবানেরা কোন কোন কোচিং সেন্টারে ভর্তি-কোচিং করবে, তা এইচএসসি পরীক্ষার অনেক আগে থেকেই নির্ধারণ করে রাখে এবং পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই কোচিং শুরু করে। অনেকে এইচএসসি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই কোচিং শুরু করে। তাই কোচিং-ব্যবসা জমজমাট। একটানা ১২ বছর লেখাপড়া করার পর কোনো বিরতি ছাড়াই কোচিং এবং উৎকণ্ঠা একসঙ্গে চলতে শুরু করে। শিক্ষার্থীদের জন্য এ এক মানসিক যন্ত্রণা এবং অসুস্থ প্রতিযোগিতা। শুধু তা-ই নয়, এ এক অসম প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতায় শুধু তারাই অংশ নিতে পারে, যারা জন্মগতভাবে ভাগ্যবান। শহরে থেকে কোচিং সেন্টারের উচ্চ ফি দেওয়ার যাদের সামর্থ্য নেই, তারা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে না; নিলেও কৃতকার্য হবে কীভাবে, তারা তো কোচিং সেন্টারের বিশেষ সহায়তা ও নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত।

আগে এ দেশে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে অনেকে পার্শ্ববর্তী দেশে লেখাপড়া করতে যেত। সামর্থ্যবানেরাই এ সুযোগ নিত। গত দুই দশকে দেশে অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠায় এ প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান হয়নি। দু-চারটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ মানসম্পন্ন, অন্যগুলোতে লেখাপড়া হয় না বললেই চলে। ওই সব প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয় না বলে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বলাই শ্রেয়। সহজেই ডিগ্রি কেনা যায়, শিক্ষা অর্জনের সুযোগ খুবই সীমিত। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ কাদের জন্য উন্মুক্ত? এত উচ্চ ফি দিয়ে নিম্ন মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত ঘরের শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই এ সুযোগ নিতে পারে না। তাই দেখা যাচ্ছে, শহরে থেকে ভর্তি-কোচিং করার আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে মেধা থাকা সত্ত্বেও অনেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায় না; অন্যদিকে উচ্চ ফির কারণে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি হতে পারে না। ফলে উচ্চশিক্ষার দ্বার সামর্থ্যবানদের জন্য উন্মুক্ত, দরিদ্র ঘরের মেধাবীদের জন্য নয়। এ এক বিরাট বৈষম্য। এ চলতে দেওয়া ঠিক নয়।

সব ভর্তিপ্রার্থীর মানসিক চাপ হ্রাস এবং দরিদ্র মেধাবী প্রার্থীদের প্রতি সুবিচার করার বিষয় বিবেচনায় রেখে নিম্নলিখিত ভর্তিপদ্ধতির প্রস্তাব করা হলো—

(ক) এসএসসি ও এইচএসসি ফলাফলের ভিত্তিতে মেধাতালিকা অনুসারে ভর্তি করা। কোনো ভর্তি পরীক্ষা থাকবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় অনুষদের প্রাসঙ্গিকতার বিচারে এইচএসসি পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরকে বিবেচনায় নিয়ে ভর্তির শর্তাবলি নির্ধারণ করবে। যেমন বুয়েট বা অন্য কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিদ্যা বিষয়ের প্রাপ্ত গ্রেডকে প্রাধান্য দেওয়া।

অনেকে এসএসসি ও এইচএসসির ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। এসব পরীক্ষার যথার্থতা কতটুকু? রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে জাতীয়ভাবে গৃহীত এসব পরীক্ষাব্যবস্থায় কোনো দুর্বলতা বা ত্রুটি থাকলে তা পরিমার্জনের ব্যবস্থা নিতে হবে। তা না করে এসব পাবলিক পরীক্ষার ওপর আস্থা না রাখা কোনো বিবেচনায়ই ঠিক নয়। এসব পাবলিক পরীক্ষায় নকল অনেকাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে। যদি কিছু থেকেও থাকে, তবে তা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিতে হবে। বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্নপত্র ও খাতা দেখার মানে পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। এ পার্থক্য দূর করার জন্য একই প্রশ্নপত্রে সারা দেশে পরীক্ষা নেওয়া, সব বোর্ডের প্রতি বিষয়ের প্রধান পরীক্ষকদের সমন্বয়ে উত্তরপত্র দেখার একই নির্দেশনাপত্র তৈরির ব্যবস্থা করা যায়। প্রতি পত্রের উত্তরপত্র মূল্যায়নকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, যাতে সবাই নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে একই মান অনুসরণ করেন।

(খ) পল্লী গ্রামের স্কুল-কলেজ থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের অনেকে ভালো সুযোগ-সুবিধা পায় না। শিক্ষক, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি ইত্যাদির মান এবং পরিমাণ শহরের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রেই নিম্নপর্যায়ের। তাই ভর্তিপ্রার্থী শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে ঢাকাসহ অপর পাঁচটি বিভাগীয় শহর এবং ক্যাডেট কলেজ থেকে পাস করা শিক্ষার্থী, জেলা শহর থেকে পাস করা শিক্ষার্থী এবং পল্লী গ্রাম থেকে পাস করা শিক্ষার্থী—এই তিন ভাগে ভাগ করে একটি নীতিমালা ঠিক করে আনুপাতিক হারে ভর্তির ব্যবস্থা করা যায়। এতে পল্লী গ্রাম থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা পাবে। উল্লেখ্য, এ পদ্ধতিতে নটর ডেম কলেজ দীর্ঘদিন ধরে ভর্তি কার্যক্রম চালাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নেতৃত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ভর্তি-নীতিমালা নির্ধারণ করে ভর্তিপ্রার্থীদের মানসিক চাপ এবং বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করার আশু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এতে মেধাবী সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীরা ন্যায়বিচার পাবে। সঙ্গে সঙ্গে কোচিং-ব্যবসার হাত থেকে শিক্ষা রক্ষা পাবে।

● ড. ছিদ্দিকুর রহমান, অধ্যাপক, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
semzs@yahoo.com